যুগান্তর

28 MAR 2008

এসএসসি পরীক্ষা

প্রথম দিনেই ১১৭ শিক্ষার্থী ও ৫ শিক্ষক বহিষ্কৃত

যুগান্তর রিপোর্ট

বৃহস্পতিবার এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রথম দিনের পরীক্ষা সারাদেশেই শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও কোন গোলযোগের খবর পাওয়া যায়নি। তবে নয় বোর্ডে বৃহস্পতিবার সর্বমোট ৬ হাজার ৬৩৮ জন অনুপস্থিত ছিল। আর পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে তিন পরীক্ষায় সর্বমোট ১১৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডেই সর্বাধিক ৭০ জন রয়েছেন। নকলে সহায়তা ও দায়িত্বে অবহেলার দায়ে ৫ শিক্ষকও বহিষ্কৃত হয়েছেন। এদের মধ্যে ২ জন যশোর এবং ৩ জন রাজশাহী বোর্ডের।

গতবার ১২ হাজার ৫১২ জন পরীক্ষার্থী প্রথমদিন ফরম পূরণ সত্ত্বেও পরীক্ষাদানে বিরত ছিল। এর আগের বছর ২০০৬ সালের পরীক্ষায় ৩ হাজার ৮৬৫ জন পরীক্ষা দেয়নি প্রথম দিন।

বহিষ্কৃত : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

বহিষ্কৃত : শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বৃহস্পতিবার এসএসসিতে ইংরেজি প্রথমপত্র, দাখিলে কোরআন মজিদ এবং ভোকেশনালে ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। চাঁদপুরের মতলব উপজেলায় 'ছেংগারচর কেন্দ্রে তিনটি কক্ষে ১৪৫ জন ছাত্রছাত্রীকে হলে বসার ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে বিক্ষুব্ধরা এনিয়ে হৈচৈ করে। এ ঘটনা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার দায়ে ওই তিন কক্ষের তিন পরিদর্শককে কেন্দ্র সচিব শোকজ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কেননা পরীক্ষার্থীকে হলে বসার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব কেন্দ্র সচিবের বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

এবার নয়টি শিক্ষা বোর্ডে সর্বমোট ১০ লাখ ১৩ হাজার ৩০১ জন পরীক্ষার্থীর ছিল। এর মধ্যে সাতটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসিতে ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৫৪৫ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিলে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৩৮১ জন এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ভোকেশনালে ৮২ হাজার ৩৭৫ জন পরীক্ষার্থী। কিন্তু এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৮৩৮, রাজশাহী বোর্ডে ৭৭৩, কুমিল্লা বোর্ডে ৩৬৮, যশোর বোর্ডে ৬৫১, চট্টগ্রাম বোর্ডে ১৯২, বরিশাল বোর্ডে ৪০২ এবং সিলেট বোর্ডে ১১৯ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। এছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডে ২৬৬২ জন এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ৬৩৩ জন অনুপস্থিত ছিল।

নয় বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং যুগান্তরের সারাদেশের প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য অনুযায়ী বহিষ্কৃতদের মধ্যে ঢাকায় ১৪, রাজশাহীতে ৮, কুমিল্লায় ৪, যশোরে ৩, চট্টগ্রামে ২, বরিশালে ৫, মাদ্রাসা বোর্ডে ১১ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ৭০ জন রয়েছে। গতবার ৭ শিক্ষা বোর্ডে ৭২ জন, মাদ্রাসা বোর্ডে ২৪ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ৫০ জন বহিষ্কার হয়েছিল প্রথম দিনের পরীক্ষায়।

ঢাকা বোর্ডের অধীনে দেশের বাইরের ৭টি কেন্দ্রসহ মোট ১ হাজার ৮৩৭টি কেন্দ্রে নেয়া হয় এ পরীক্ষা। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ২২৮টি কেন্দ্রে, রাজশাহীতে ১৮৪, কুমিল্লায় ১৩৪, যশোরে ১১৯, চট্টগ্রামে ১১২, বরিশালে ৬৩ এবং সিলেটে ৫৪ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডের ৪৭৭ ও কারিগরি বোর্ডের পরীক্ষা ৪৬৬ কেন্দ্রে নেয়া হয়। সারাদেশে ২৫ হাজার ৮০৯টি স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশ নেয়।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বৃহস্পতিবার গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ধানমণ্ডি বয়েজ হাইস্কুলসহ ঢাকার চারটি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি পরীক্ষার পরিবেশ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পরীক্ষাকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় নির্বিঘ্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে। ফলে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গতকাল বিদ্যুতের লোডশেডিং দেখা যায়নি। তবে ঢাকার বাইরে বিশেষ করে বিভিন্ন জেলা ও থানা পর্যায়ে বিদ্যুতের লোডশেডিং ছিল। যে কারণে পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।